ভোরের কাগজ

তারিখ 07.DEC.1997
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ১

একাধিকবার তারিখ ও স্থান বদলের পরও সময়মতো ঢাকা বইমেলা অনুষ্ঠানে অনিশ্চয়তা

প্রণব সাহা : দুই দফা তারিখ ও এক দফা স্থান বদল করার পরও আগামী ১৭ ডিসেম্বর চতুর্থ ঢাকা বইমেলা অনুষ্ঠানে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তৃতীয় বইমেলার অর্থ ব্যয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে অর্থ মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত বইমেলার জন্য অর্থ ছাড় করেনি।

বিজয় সরণিসংলগ্ন সামরিক জাদুঘরের জন্য নির্ধারিত স্থানের পরিবর্তে শেরে বাংলানগরে বইমেলার স্টল নির্মাণের কাজ শুরু হলেও তা ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। বইমেলার আয়োজক সংস্থা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক রশীদ হায়দার অবশ্য বলেছেন, 'আমি আশাবাদী বইমেলা হবেই।' প্রথমে ১০ ডিসেম্বর, পরে ১৫ ডিসেম্বর এবং সর্বশেষ ১৭ ডিসেম্বর মেলা উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

জানা গেছে, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবারও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ১০ ডিসেম্বর থেকে চতুর্থ বইমেলা শুরু করার প্রস্তুতি নিয়ে মেলার উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সময় চেয়ে চিঠি দেয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ৮ ডিসেম্বর ইরান যাবেন এই জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিকে বইমেলা উদ্বোধন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সময় না পাওয়ায় সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে দিয়ে মেলা উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন ১৭ ডিসেম্বর মেলা উদ্বোধন হচ্ছে। ঐদিন প্রধানমন্ত্রীও দেশে থাকবেন।

গত ৩টি বইমেলা সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন।

মেলার স্থান পরিবর্তন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রও বিজয় সরণির পাশের মাঠটি মেলার জন্য প্রস্তুত করার কাজে খরচের উদ্দেশ্যে গণপূর্ত বিভাগীয় টাকা দিয়েছিল। কিছু কাজও হয়েছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে পুলিশ প্রশাসন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে জানিয়ে দেয় যে, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার কারণে ওপর মহল থেকে এখানে বইমেলা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ গতবারও বইমেলা হয়েছিল এই মাঠেই।

স্থান সঙ্কটে পড়ে গ্রন্থকেন্দ্র প্রথমে শেরে বাংলানগরে মেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সেখানে বাণিজ্য মেলার প্রস্তুতি চলার কারণে এখন ঐ মেলার পার্কিংয়ের জায়গায় বইমেলা আয়োজনের কাজ চলছে। এদিকে বইমেলার বাজেট করা হয়েছে ৩৫ লাখ টাকা। এরমধ্যে সরকার থেকে পাওয়া যাবে ২৫ লাখ। অর্থ মন্ত্রণালয় এই টাকা ছাড় করছে না গত মেলার অনিয়মের অভিযোগ তুলে। প্রশ্ন উঠেছে গত মেলায় অনিয়ম হলে তার যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু সেই অজুহাতে এবারের বরাদ্দ অর্থ ছাড় না করার কারণ রহস্যজনক।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণও বিষয়টি নিয়ে সঠিকভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও যুগ্ম সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন যেকোনো মূল্যে ১৭ ডিসেম্বর বইমেলা শুরু করা যায়, তার ব্যবস্থা করতে। গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত মেলার প্রস্তুতি কমিটির সভায় প্রতিমন্ত্রী নিজেই উপস্থিত ছিলেন। মেলা প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি হলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব।